হরনাথ অমিয় বাণী

১ - ৫০

Visit: www.kusumharanath.in
Follow: Facebook.com/Lordkusumharanath

হরনাথ অমিয় বাণী

১

সদাই হরিনামে মত্ত থাক; শুচি অশুচি যেন মনে স্থান না পায়। অশুচি জগতে কিছুই নাই, যদি থাকে তাহাও কৃষ্ণনামের স্পর্শে শুচিতম হইয়া উঠে। তাই বলি, শয়নে স্বপনে সদাই নামে ডুবিয়া থাক ! নামই মন্ত্র, নামই তন্ত্র, নামই ঈশ্বর। নাম হ'তে বড় আর কিছুই নাই। কৃষ্ণ হইতেও কৃষ্ণ নাম বড় ও গুরু-বস্তু। নাম-মহামন্ত্র-বলে ভবরোগ নিবারণ হয়, কি ছার দৈহিক ব্যাধির কথা। কোন চিন্তা করিও না। নাম কর, জগৎ তোমার হইয়া যাইবে - তুমি তাঁর হইয়া যাইবে । চিরানন্দে ডুবিয়া থাকিবে - নিরানন্দের ছায়াও কখন দেখিতে হইবে না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২

নাম করিলে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক কোন ভয়ই তোমার থাকিবে না; সকল ভয়ই ভয় পাইয়া দুরে পলায়ন করিবে—চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত হইবে। নাম করাই জীবের একমাত্র কর্তব্য ও উদ্দেশ্য। নাম ভুলিয়া স্বর্গের ইন্দ্রত্বও মহানরক-ভোগ মধ্যে পরিগণিত। কৃষ্ণ ভুলিলেই মায়ার দাস, আর কৃষ্ণ স্মরণ করিলেই জীবন্মুক্ত; যার যে পলক-ক'টিমাত্র জীবন থাকে যেন কৃষ্ণনাম লইয়া জীবনের সার্থকতা সম্পন্ন করে। কৃষ্ণ ভুলে ব্রহ্মত্ব শিবত্বও কিছু নয়। সুখ দুখ ক্ষণস্থায়ী, ইহাতে মজিয়া কৃষ্ণ ভুলা আর অঞ্জলি অঞ্জলি বিষ পান করা সমান কথা।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ১ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩

তিনি যে বাঞ্ছাকল্পতরু, সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন, তোমার বাসনাও পূর্ণ করিবেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। নিশ্চিন্ত মনে তাঁর নাম লইতে থাক, দেখিবে সকল আনন্দ, পরম শান্তি অচিরেই পাইবে; তখন তোমার ছায়াতে বসিয়া অনেক তাপী শীতল হইবে। সে দিন বেশী দূর মনে করিও না। কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণনাম অধিক বলশালী ও পরম শান্তিদায়ক। এমন সজীব মহামন্ত্র আর নাই ; দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নাম করিতে থাক, বিনা শ্রদ্ধাতেও নাম লইলে বিফল যায় না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ২য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৪

দুই দিনের পৃথিবীকে চিরশান্তির স্থান মনে করিয়া প্রতারিত হওয়া কর্তব্য নয়। এ পৃথিবীর যাহা কিছু দেখিতেছি তাহারা চিরস্থায়ী হইলেও আমার সম্বন্ধে তাহারা ক্ষণস্থায়ী; কেন না পৃথিবী যেমন তেমনই থাকিতে পারে; কিন্তু আমার চিরদিন থাকা কোন রকমেই সম্ভব হইতে পারে না ; আমি এই আছি আর এখনই না থাকিতে পারি। তাই বলি দুদিনের পৃথিবীকে চিরদিনের মনে করিয়া যেন আমরা অনন্ত শান্তিনিকেতন ভুলিয়া না যাই, এইমাত্র সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। প্রভু যেন আমাদের মনের সাধ মিটান। তাই বলি চিরদিনের এবং সকল অবস্থার অকপট বন্ধু কৃষ্ণকে, আর চিরদিনের সম্বল কৃষ্ণ-নামকে ভুলিয়া যেন দুদিনের পার্থিব সুখ দুঃখ, পুত্র পরিবারকে আপন মনে করিয়া ভ্রান্ত না হই।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ২য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৫

নাম ভুলিও না। সকল শক্তির আধার ও বীজস্বরূপ নামে বিশ্বাস করা এবং কায়মনোবাক্যে তাহার আশ্রয় লওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। যে বন্ধুর নিকট থাকিলে সদাই হরিকথা হইবে তাহাকেই প্রকৃত বন্ধু মনে করা উচিত; আর যাহারা পৃথিবীর সকল বন্ধনকে আরও দৃঢ় ও শক্ত করিতে চেষ্টা করিবে, তাহারা কখনই বন্ধুপদবাচ্য হইতে পারে না। এখানকার যাহা যাহা কর্তব্য তাহাকে কর্তব্য জ্ঞানে কর, আর নামটি নিজের পরম মঙ্গল ও প্রীতিদায়ক নিজ-ধন মনে করিয়া তাঁহাকেই প্রাণ দিয়া ভাল বাস। প্রাণ আর কাহাকেও দিও না। পৃথিবীর শরীর পৃথিবীর জন্য দাও, আর কৃষ্ণের প্রাণ-মন কৃষ্ণকে দিয়া সুখ-সমুদ্রে ডুবিয়া থাক, কখনই কাতর হইতে হইবে না, কাহাকেও ভয় করিতে হইবে না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ২য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৬

যিনি জগদ্বীজ ও জগতের মূল কারণ, তাঁহাকে ভালবাসিলে সকল জীব ও সকল বস্তুকে ভালবাসা হয়; যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলেই তাহার সকল অঙ্গেই জল সেচন করা হয়, তেমনি কৃষ্ণকে ভালবাসিলেই সকলকে ভালবাসা হয়। তিনি যার বন্ধু, স্থাবর জঙ্গম সকলই তার বন্ধু ; অতএব কায়মনোবাক্যে সেই সর্ব্বকারণের কারণ কৃষ্ণকে ভালবাসা সকলেরই কর্ত্তব্য। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন "যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর"।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ২য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৭

মাকে রক্ত মাংসের শরীরধারী কৃষ্ণ মনে করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে মা এই শরীর ধারণ, প্রসব, পালন ও পুষ্টি করিয়াছেন তাঁকেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিবে না ত আর ঈশ্বরত্ব কিসে ? তিনি যেমন জগৎ ধারণ, প্রসব, পালন ও পুষ্টি করিতেছেন, মাও তেমনি এই শরীরের সম্বন্ধে ; তবে মা আমার পক্ষে কেন ঈশ্বর হইবেন না? আর একটি কথা—আমি যে দেব-মূর্ত্তিটি পূজা করি, সেইটিকে মান্য করিয়া অন্যের পূজিত দেব মূর্ত্তিটিকে যদি ঘৃণা বা অবমাননা করি, তাহা হইলে পাপ হয় কি না বল দেখি ? সেই রকম কেবল নিজের মাকে দেবী মনে করিয়া অন্যের মাকে যদি অবমাননা করি তাহা হইলে মহৎ পাপের সঞ্চয় করা হয় ; তাই বলি নিজের মায়ের মত সকলের মাকেই দেখিবে। কুকুর, বিড়াল মনে করিয়া তাহাদের মাদিগকেও ঘৃণা করিও না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ২য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৮

যে মা হৃদয়ের রক্ত দিয়া তোমাকে পালন করিয়াছেন, তোমার কর্ত্তব্য সেই মাকে হৃদয়ের প্রেমভক্তি দিয়া সেবা করা। মা অপেক্ষা পরম দেবতা আর নাই । ইন্দ্র, চন্দ্র, প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি দেবতাই মায়ের শরীরে বর্তমান রহিয়াছেন মনে করিও।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ২য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৯

স্ত্রীকে খেলিবার জন্য সহযোগিনী মনে করিয়া ইহ-পরকালের সকল শক্তি হারান কোন রকমেই উচিত নয়। স্ত্রীকে ইহ-পরলোকের প্রধান সঙ্গিনী মনে করিতে হয়, সামান্য পার্থিব খেলার সঙ্গিনী স্ত্রী নন্; তাঁকে খেলিবার চিরসঙ্গিনী মনে করিয়া তাহার মত ব্যবহার করা উচিত। তাঁকে তাঁর উপযুক্ত মান্য দিয়া সকল অবস্থায় সহযোগিনী করা কর্ত্তব্য। তাঁদের গুণগুলি লইয়া নিজের গুণ তাঁদিগকে দিতে হয় ; এই রকম আদান-প্রদানে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া ক্রমে দুটিতে একটি হইতে হয়। তাহাতে আনন্দ, তাহাতেই মজা। যদি ভালবাসিয়াছ, যাহাতে দুদিনে সে ভালবাসা ভুলিতে না হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। নিকৃষ্ট কামের বশবর্ত্তী হইয়া চির-সুখ বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নয়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ২য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১০

যদি কেহ মলমূত্র ত্যাগ করিতে করিতে কোন রত্ন পায়, তা' হ'লে কি সে আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করিয়া ঐ রত্ন উঠাইবে না ? রত্ন লইবার জন্য মানুষ কখন পবিত্র অপবিত্র মনে স্থান দেয় না। তাই বলি মা! মালা ধারণ করিতে ও মালা জপ করিতে আবার পবিত্র অপবিত্র জ্ঞান কেন মা? তা' ছাড়া মা, যে বস্তু সদাই পরম পবিত্র, তার আবার অপবিত্রতা কোথায় মা? তোমরা নিত্য শুদ্ধ, তোমাদের স্পর্শে পরম অপবিত্র দ্রব্য ও জীব তৎক্ষণাৎ পরম পবিত্র হইয়া উঠে। তাই বলি মা, মালা গ্রহণ করিতে কোন রকম সন্দেহ করিবে না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৩য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১১

পাপী যদি পাপের ভয়ে গঙ্গাস্নান না করে, তবে তার পাপ যাবে কেমন করে মা ? পাপী আছে বলেই গঙ্গার এত মান, -এত মাহাত্ম্য। পাপী না থাকিলে কেহ গঙ্গার এত আদর করিত না। মাগো ! এখন মনে প্রাণে সেই রসময় কৃষ্ণের নামটি কণ্ঠভূষণ কর, এই আমার প্রার্থনা। কৃষ্ণনাম অপেক্ষা মহামন্ত্র আর নাই। মাগো! “মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।” কৃষ্ণ ভজন করাই জীবের প্রধান উদ্দেশ্য, জীব আপন কর্ম্ম ভুলিয়াই কেবল কর্মবন্ধনে পতিত হয়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৩য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১২

"জীব কৃষ্ণ-নিত্যদাস ইহা ভুলি গেল।
সেইকালে মায়া পিশাচী গলায় বান্ধি দিল।।"

কৃষ্ণকে ভুলিলেই জীব মায়ার দাস হইয়া চিরদিনের মত বদ্ধ হইয়া যায়। যে সুশীতল সলিলে সদাই মগ্ন আছে, প্রখর সূর্য্যকিরণ কখন কি তাহাকে স্পর্শ করিয়া কষ্ট দিতে পারে ? পৃথিবীর সমস্ত জীব হা হা করিলেও দারুণ উত্তাপ জলমগ্ন ব্যক্তির কিছুই করিতে পারে না। তেমনি মায়া লক্ষ চেষ্টা করিলেও যাহারা কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণপ্রেমে ডুবে থাকে তাদের কিছুই করিতে পারে না। কৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্য উপায় আছে কিনা মা জানি না, তাই আমার প্রার্থনা সদাই এই নাম লইতে থাক। নাম করিতে করিতে প্রেম আসিবে, আর প্রেম আসিলেই সেই প্রেমের হরিকে পাইবে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৩য় পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৩

চিত্তকে শক্ত বেড়ার মধ্যে ভ'রে রাখ। জলের স্বভাব ব'য়ে যাওয়া, কখনও স্থির থাকিতে পারে না, তবে ঘড়ার ভিতর রাখিলে চিরকালের জন্য স্থির থাকিয়া যায়। মনও তেমনি শক্ত ঘড়ার ভিতর না রাখিলে ক্রমেই চ'ল্‌তে থাকে। মন চলিবার দুইটি মহা মহা খাদ– কামিনী ও কাঞ্চন। এই দু'য়ের মধ্যে আবার কামিনীই প্রধান, অতএব মনকে স্থির করিতে হইলে এ বড় খাদের নিকট যাওয়া বন্ধ করা চাই।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৪র্থ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৪

তুমি কি জান না যে বড় নদীর নিকটে কুপ খুদিলে তাহার জল নদীর জলের সঙ্গে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে? নদী সতত কূপের জলকে টানিয়া কূপকে শুকাইয়া দেয়। তাই বলি বড় নদী কামিনী হইতে দূরে থাকাই উচিত; তবে যখন মনকে শক্ত ঘড়ার মধ্যে পুরিবে, তখন নদীর মধ্যে থাকিলেও আর তোমার কোন ক্ষতি হবে না। ঘড়াতে জল পূর্ণ করিয়া নদীতে ডুবাইয়া রাখিলে নদী বাড়িলেও বাড়িবে না, আর কমিলেও কমিবে না, সে সদাই পূর্ণ থাকিবে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৪র্থ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৫

সাপের সঙ্গে খেলিতে হইলে প্রথমে সাপ বশ করিবার মন্ত্র শিক্ষা করা উচিত। মন্ত্র না জেনে সাপ ধরিতে গেলেই বিষে প্রাণ যাবে, তার আর সন্দেহ নাই। আগে মন্ত্র শিখে তারপরে সাপ ধরতে যাবে। রাজা হ'তে হ’লে প্রথমে ভিক্ষা করতে শিখতে হয়। মনকে শক্ত ডোরে বান্ধ, দেখ যেন মাঝখানে ছিঁড়ে না যায়। এই জন্যই রসিকগণ বলিয়াছেন-“স্ত্রীরূপ নদীতে কেউ নাইতে নেমো না” ইত্যাদি ; অগাধ সমুদ্ররূপা স্ত্রীতে না জেনে ঝাঁপ দিতে দৌড়ো না। আলো দেখিয়া পতঙ্গের মত উড়ে পড়তে চেও না। সাবধান ! সাবধান !

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৪র্থ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৬

চালাক তাকে বলি যে এই নিরানন্দময় ভূমিতে আনন্দে থাকতে পারে। নিরানন্দ স্থানে নিরানন্দে থাকা বাহাদুরী নয়। মাতালের মধ্যে মাতাল হয়ে থাকা বেশী কথা নয়; চোরের মধ্যে চোর হয়ে থাকা আশ্চর্য নয়; কিন্তু বিপরীত গুণ অধিকার করে থাকা বাহাদুরী ও আদরের সামগ্রী। তাই বলি কান্নার দেশে হেঁসে যাওয়াই রসিকতা ও মহাসাধন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৪র্থ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৭

আবার বলি সাবধান ! স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী মনে করবে, খেলবার জিনিষ মনে করে ভ্রমে প'ড় না। রামচন্দ্র সোনার সীতা করিয়া রাজসূয় করে গেছেন। দূরে রাখিয়া স্ত্রীমূর্তি অন্তরের ধন করিয়া চিন্তাতে যে সুখ, নিকটে সে সুখ নাই। কাছে রাখার নাম মায়া, দূরে ভালবাসার নাম প্রকৃত প্রেম ও অনুরাগ। চারিদিক্ রেখে চলার নাম চতুরতা।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৪র্থ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৮

স্ত্রী স্বামীর নিকট বসিয়া কত পাগলের মত কথা বলে, অন্যে সে কথা শুনে হাসবে, কিন্তু সেই কথাগুলি স্বামীকে এতই মধুর বলে বোধ হয় (Vice Versa) যে স্বামী সে কথা বন্ধ করিতে ইচ্ছা করেন না। স্ত্রীর কথা স্বামীকে, স্বামীর কথা স্ত্রীকে যে এত মধুর বোধ হয়, একি কথার গুণ—না ভালবাসার গুণ?

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

১৯

ভাল দ্রব্যের সর্বত্রই আদর। মাতৃস্নেহ—এটা কুকুর বিড়াল পশু পক্ষীর মধ্যেও দেখিলে প্রাণে কত আনন্দ হয় ; স্বামী স্ত্রীর মধুর ভালবাসা এটি তির্য্যক প্রাণীর মধ্যেও কেমন সুন্দর দেখায়। তেমনি এই কৃষ্ণ-কথা ; এটি এত মধুর ও পবিত্র যে মহাপাতকীর মুখেও ভাল লাগে, অসংলগ্ন হইলেও মধুর বলিয়া মনে হয়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২০

আম নামটি ও সত্য একটি আমে অনেক প্রভেদ। আম বলিলে আমের সর্বোৎকৃষ্ট মিষ্টতাই মনে আসিবে, আম পাইলে সন্দেহ আসিবে, মিষ্ট বটে কি না? তারপর ছাল আঁটি সব মনে আসিবে, কেহ তিক্ত, কেহ কঠিন—কিন্তু আম নামে সে সব কিছুই নাই, আঁটি নাই, ছাল নাই, কেবল মধুর রসটুকু। তেমনি আমার কৃষ্ণনাম আর কৃষ্ণে পার্থক্য। নামে কেবল মাত্র মধু আছে, কৃষ্ণে সকলই আছে, তাতে নানা ভয়ানকত্বও আছে, বীভৎসত্বও আছে; কিন্তু নামে কেবল মধুরত্বটুকু। তাই বলি নামই অধিক মধুর।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২১

নাম প্রধান হবার আর একটি প্রধান কারণ এই যে, নাম-মূল্যে কৃষ্ণ কেনা যায়। যখন টাকা দিয়ে কোন বস্তুটিকে কিনতে পাওয়া যায় তখন টাকাই আমার পক্ষে প্রধান বলতে হবে। টাকা থাকলেই যখনই লালসা হবে তখনই অভিলষিত দ্রব্য কিনিতে পারি। এইজন্য নাম সংগ্রহ করে রাখতে রাখতে যখনই কৃষ্ণ কিন্‌বার লোভ হবে, তখনই কিন্‌তে পারবো। এই জন্যই নামই আমার পক্ষে সর্ব প্রধান সর্বোৎকৃষ্ট।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২২

ধন সংগ্রহ করিতে হইলে যেমন প্রথমতঃ কষ্ট করিতে হয় ও কৃপণ হইতে হয়, তেমনই নাম সংগ্রহ করিতে হইলে প্রথমতঃ সংযম ও গোপন করিতে হয়; পরে যেমন, যখন অর্থ অধিক হয়, তখন অর্থোপার্জনের জন্য কষ্ট করিতে হয় না, আপনা আপনি আসিতে থাকে, ব্যাঙ্কের সুদের মত ; তেমনি যখন নাম ধনে ধনী হওয়া যায়, তখন আর গোপন করিলেও থাকে না, আপনা আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে ; তাই বলি প্রথমতঃ সংযম ও গোপন এই দুইটির সাহায্য লইতে হয়, তা না হলে সামান্য ধন কেহ চুরি করে নিলে পুঁজি ফাঁক হয়ে যায়। এই জন্য নাম সাবধানে গোপনে করিতে শাস্ত্র বার বার বলে গেছে। তোমার মনের সংকল্প যেন অটুট থাকে ; সামান্য সুখের জন্য যেন চিরসুখে জলাঞ্জলি দিতে না হয়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৫ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৩

যাদের ভজন সাধন আছে, তারা পার হবার জন্য আর সেই কর্ণধারের খোসামোদ করে না; তারা দাম দিয়া পার হইয়া যায়; কিন্তু যাহারা আমার মত গরিব, ভজন-সাধনবিহীন, তাদের আর অন্য উপায় নাই ; তাদের কর্তব্য সদাই দয়াময়ের নাম করা ও গুণ গাওয়া। অবশ্যই তিনি দয়া করিবেন। মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া তাঁ'র নাম করা ও তাঁ'র গুণ গাওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও উচিত।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৬ষ্ঠ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৪

মহারাজের সঙ্গে মহারাজের, আমীরের সঙ্গে আমীরের, যোগীর সঙ্গে যোগীর, সন্ন্যাসীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর, আর গরিবের সঙ্গে গরিবের আলাপই শোভা পায় ; ইহার বিপরীত যেখানে সেইখানেই কষ্টের কারণ । তাই বলি যাঁদের ভজন সাধন আছে তাঁরাই ব্রহ্ম, ঈশ্বর প্রভৃতির সহিত আলাপ করুন ; কিন্তু আমার কিছুই নাই, বড়ই কাঙ্গাল, তাই আমি কাঙ্গালের ঠাকুর গৌরের সহিত আলাপ করিতে চাই, তাই আমি গয়লার ছেলে, গরুর রাখাল সেই প্রাণ কানাইয়ের সঙ্গ চাই। এখানে মন্ত্র, তন্ত্র, জপ, ধ্যান কিছুই করিতে হয় না, কেবলমাত্র একটু ভালবাসা চাই; কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, এ নিষ্কড়ি ভালবাসাও তাঁকে দিতে পারি না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৬ষ্ঠ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৫

কৃষ্ণ কিন্তু এত দয়াময় যে, যে তাঁহাকে ভাল না বাসে তাকেই তিনি বেশী ভালবাসেন, যে তাঁর হিংসা করে তাকেই তিনি দয়া করেন। এমন দয়াময়কে ছেড়ে কেন রাজদ্বারে ভিক্ষা করিব ? রসিকের সঙ্গে অরণ্যবাসও প্রার্থনীয়। মুক্তি চাই না, ব্রহ্মত্ব ইন্দ্রত্ব চাই না, চাই কেবল তাঁর দাসের দাস হতে। কাঙ্গালের উপর কৃপা পরবশ হইয়া—সেই দয়াময় হরি, অতি কাঙ্গাল গৌরাঙ্গরূপে সকলকে দয়া করেছেন এবং নিতাই রূপে যেচে যেচে প্রেম দিয়েছেন। আমাদের জন্য প্রভুর এত কষ্ট মনে হলেও প্রাণ কাঁদে। ধন্য প্রভু ! তোমার দয়া !

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৬ষ্ঠ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৬

বৈষ্ণব হ'লেই মানুষ ব'য়ে যায়, কেননা সে আপনি অস্তিত্ব হারাইয়া জড়বৎ দিন কাটায়। কথায় বলে “জাত হারালেই বৈষ্ণব”। জীবের জাতিধর্ম্ম, অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, লোভ, মোহ, কাম, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি যতক্ষণ এ সকল গুণ থাকে, ততক্ষণ বৈষ্ণব হতে পারে না। যতক্ষণ জীব স্ব-জাতের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ বৈষ্ণব হতে পারে না। এই জন্যই জাত না হারালে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। তাই বলি সত্যই বৈষ্ণব হ'লে জীব ব'য়ে যায়, কিন্তু তাহার গতি বিপরীত। যে দিকে জীবসমুদ্রের গতি, সে সেদিকে যায় না। তা'র বিপরীত দিকে যায় - ইহারই নাম যমুনার উজান-গতি।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৬ষ্ঠ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৭

যমুনার এই উজান গতির, একমাত্র কৃষ্ণের বংশীর স্বরই কারণ। এই উজান-গতিতে চলিলেই বংশীধ্বনি শুনিতে পায় এবং সেই বংশী শুনিতে শুনিতে ক্রমে সেই বংশীবাদকেরও দেখা পায়, ও কৃতার্থ হয়। কিন্তু যাহারা জীব-গতিতে চলিতে থাকে, তাহারা ক্রমেই এই মধুর শব্দকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর, ক্ষীণতম ও পরে একেবারে হারাইয়া চিরদিনের মত পথ-হারা হয়ে পড়ে। তখন কষ্ট ভীষণ হইতে ভীষণতর ও ভীষণতম হইয়া জীবকে বিতাড়িত করে, তখন কাতরে আর্তনাদ করিলেও কোন বিশেষ ফল হয় না, তখন আত্মকার্য্য চিন্তা করিয়া জীব অনুতাপে দগ্ধ হয় ।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৬ষ্ঠ পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৮

দেখ, প্রথমেই আপনাকে অতি উন্নত মনে করিয়া জ্ঞান ও কর্ম অনাবশ্যক বোধে ত্যাগ করা এবং প্রেমমার্গের ভক্তের অভিনয় করা ঠিক নহে। ইহার মূলে অহঙ্কার ভিন্ন আর কিছু নাই। নারদাদি ঋষিগণ প্রথমে জ্ঞানমার্গের ও কর্ম্মমার্গের সাধক ছিলেন, পরে সকল সাধনা শেষ করিয়া নাম মাত্র আশ্রয় করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়াছেন। কর্ম্মমার্গের ভিতর দিয়া তাহারা প্রেমমার্গে পৌছিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মমার্গের নিশ্চিত পরিণাম – inevitable result - প্রেম নহে। হইতেও পারে, না হইতেও পারে।

-ঠাকুর হরনাথ

হরনাথ স্মৃতি, অষ্টম লহরী

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

২৯

প্রকৃত প্রেম হৃদয়ে জাগিলে ভগবানকে আর ভগবান বলিয়া মনে থাকে না। তাহার ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া যাইতে হয় এবং তাহাকে নিতান্ত নিজ জন বলিয়া মনে হয়। বিবাহের সময় স্ত্রী উপদেশ পায় কেমন করিয়া স্বামীপূজা করতে হয়। কিন্তু ভালবাসা আসিলে এ ভাবের পরিবর্তন হয়। স্বামীপুজার পদ্ধতি সে তখন মনেপ্রাণে আরও বুঝে, স্বামীপূজার লালসাও তাহার আরও বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু তাহার শ্রদ্ধা তখন ভালবাসা মিশ্রিত হইয়া আর এক ভাব ধারণ করে। তাহার সঙ্কোচ কমিয়া যায়, পদে পদে বিধিনিষেধ ভঙ্গ হইয়া অপরাধী হইবার আশঙ্কাও কমিয়া যায় বাহ্যিক পূজা ও সম্ভ্রমও কমিয়া যায়। তখন তাহার "পুজা" – "সেবা"য় পরিণত হয়।

-ঠাকুর হরনাথ

হরনাথ স্মৃতি, অষ্টম লহরী

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩০

ভয়মাখান ভক্তিকে শ্রদ্ধা বা reverence বলিতে পার; ভয়শূন্য ভক্তিকে প্রেম বা love বলিতে পার। হৃদয়ে প্রেম না আসিলে, বাহিরে প্রেমিকের অভিনয় করিতে যাইও না। যাহার সহিত স্বামীসম্বন্ধ হয় নাই, বা যাহাকে পরপুরুষ মনে কর, তাহার গলায় ফুলের মালা দিলে ক্রোধের কারণ হয়; আর যাহার সহিত স্বামীসম্বন্ধ হইয়াছে সময়ে সময়ে তাহাকে গালি দিলেও তাহার আনন্দ বৃদ্ধি হয়। স্বামীসম্বন্ধ হইলে "অপরাধ" ভয়ে সদা সঙ্কুচিত থাকিবার কারণ থাকে না।

-ঠাকুর হরনাথ

হরনাথ স্মৃতি, অষ্টম লহরী

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩১

প্রেমের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ। আপনাকে না ভুলিলে প্রকৃত ভালবাসা আসে না। কিন্তু প্রেমের পরেও আবার পূর্ণ স্বার্থের অভিনয় আছে। "প্রেম চায় ষোল আনা প্রাণ" - নতুবা অভিমান - "যাহি মাধব যাহি কেশব"। পূর্ব্বেও কর্ম্মত্যাগ আছে - পরেও কর্ম্মত্যাগ আছে। পূর্ব্বে যে কর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্মে অনিচ্ছা তাহা আলস্যের ফল। পূর্বের কর্ম্মত্যাগের মূলে আত্মসুখবাঞ্ছা; তখন ইচ্ছা হয় আমি বসিয়া থাকি অপরে আমার সেবা করুক বা আমার হইয়া কর্ম্ম করুক। পরে যে কর্ম্মত্যাগ তাহার মূলে স্বার্থত্যাগ; তখন ইচ্ছা হয় আমিই অপরের সেবা করি, আমার স্বাধীন ইচ্ছা বিসর্জন দিয়া আমার "নিজ হইতে নিজজনের ইচ্ছাপূরণের যন্ত্রমাত্র হইয়া থাকি"।

-ঠাকুর হরনাথ

হরনাথ স্মৃতি, অষ্টম লহরী

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩২

নিজেকে যখন যন্ত্রমাত্র মনে করিতে পারিবে তখনই তোমার প্রকৃত কর্ম্মত্যাগ হইল। কর্ম্মত্যাগ অর্থে অলসভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা নহে। আর, যতদিন আমি করিতেছি, আমি দিতেছি এরূপ অহং ভাব বা কর্তৃত্ব ভাব থাকিবে ততদিন কর্মের দায়িত্বও তোমার থাকিবে।

-ঠাকুর হরনাথ

হরনাথ স্মৃতি, অষ্টম লহরী

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৩

কোন্ কর্মের ফল কিরূপ বা কতদূর তাহা তোমরা কতটুকুই বা দেখিতে পাও ! সেই জন্য বলি নিজের উপর দায়িত্ব না লইয়া কৃষ্ণের উপরই দায়িত্ব ফেলিয়া দাও। তিনিই যেন সারথি রূপে তোমাদিগকে চালিত করেন।

-ঠাকুর হরনাথ

হরনাথ স্মৃতি, অষ্টম লহরী

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৪

কৃষ্ণই তোমাকে চালিত করিতেছেন এবং যখন যেমন আবশ্যক তখনই সেইরূপ প্রেরণা দিতেছেন। তোমরা ইহা বুঝিতে না পারিয়া মনে কর নিজেদেরই বুদ্ধিতে বিচার ও মীমাংসা করিতেছ। কর্ম্মমার্গে চলিতে চলিতে ক্রমেই অনুভব করিতে পারিবে তোমার স্বাধীন ইচ্ছা ও শক্তি নাই। তুমি যন্ত্রমাত্র। ক্রমে তাহার ইচ্ছার সহিত তোমার ইচ্ছা মিলিত হইয়া যাইবে। সেই অবস্থাই প্রকৃত সাধুর অবস্থা।

-ঠাকুর হরনাথ

হরনাথ স্মৃতি, অষ্টম লহরী

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৫

এ জগৎ একটি রঙ্গালয়। এখানে সকলেই নিজ নিজ part play করিতে আসিয়াছে। সকলের part একরূপ নহে, সেইজন্য সকলের রুচিও এক নহে, হইতেও পারে না। সকলের সাধনাও এক নহে, মার্গও এক নহে। তবে শেষ গন্তব্য স্থান একই। তাহা কৃষ্ণের চরণ। সেই কথাই নিজে সদা মনে রেখ এবং অপরকে মনে করাইয়া দিও।

-ঠাকুর হরনাথ

হরনাথ স্মৃতি, অষ্টম লহরী

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৬

অগ্রে স্বামীকে ভালবাস ; তাহার পর তাহাকে "নিষ্ঠুর" ইত্যাদি গালি দিতে পার। কিন্তু স্বামীকে ভালবাসিবার পূর্বেই যে তাহাকে নিষ্ঠুর দেখে তাহার আর স্বামীঘর করা হয় না।

-ঠাকুর হরনাথ

হরনাথ স্মৃতি, অষ্টম লহরী

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৭

মানুষেরই নিন্দা করিতে নাই, আর তোমরা ভগবানেরই নিন্দা কর কোন্ বুদ্ধিতে। একজন মানুষেরই ভিতর বাহির তোমরা সমস্ত বুঝিতে পার না, আর ভগবানের কতটুকু বুঝিয়াছ যে তাহার বিচার করিতে বসিয়াছ ?

-ঠাকুর হরনাথ

হরনাথ স্মৃতি, অষ্টম লহরী

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৮

ভগবানের নিন্দা করিও না, ভক্তের বা সাধুরও নিন্দা করিও না। দক্ষযজ্ঞ স্থলে শিবনিন্দা অনেকেই শুনিয়াছিল ; অনেকে আনন্দও পাইয়াছিল ; কিন্তু সেই শিবনিন্দা সতীর কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রাণনাশ করিল। কৃষ্ণকে নিষ্ঠুর বলিলে যদি প্রকৃত সতীর কর্ণে প্রবেশ করে তাহার মর্ম্মভেদী হইবে। যেখানে সেখানে কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনা করিও না ; তাহাকে "নিষ্ঠুর" বলিও না ; তুমি জাননা ভীড়ের মধ্যে সতী কেহ আছে কিনা । দেখিও যেন দক্ষরাজার দশা তোমাদের না হয়। ভগবানের যে মূর্ত্তিই যে উপাসনা করুক, জানিও যদি সে সতী হয় তবে সেটী তাহার প্রাণের দেবতা। তোমার বাহিরের প্রাণ লইয়া তাহার প্রাণের দেবতার অবমাননা করিও না।

-ঠাকুর হরনাথ

হরনাথ স্মৃতি, অষ্টম লহরী

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৩৯

সৃষ্টি মধ্যে “অপচয়” বলিয়া কিছু নাই ; এক হিসাবে যাহা ‘অপচয়” হইতেছে, অন্য হিসাবে তাহাতেই কোন না কোন কার্য্যের “উপচয়” হইতেছে।

-ঠাকুর হরনাথ

হরনাথ স্মৃতি, নবম লহরী

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৪০

জগৎস্বামীর কার্য্যে যে দ্রব্য অনাবশ্যক বা অপ্রিয় হইয়া পড়ে তাহা আপনা হইতেই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তুমি যে এখনও বাঁচিয়া আছ ইহাই প্রমাণ করে যে তোমার কার্য্য এখনও তাঁহার খেলায় আবশ্যক ও তাঁহাকে আনন্দ দিতেছে।

-ঠাকুর হরনাথ

হরনাথ স্মৃতি, নবম লহরী

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৪১

প্রভুর লীলা নাটকে বহুবার পট পরিবর্তন হয় ; এক অঙ্কে যে সাধু, অপর অঙ্কে সে অসাধু সাজিতে পারে ; এক অঙ্কে যে মহাপাপী, অপর অঙ্কে সেই আবার মহাসাধুর অভিনয় করিতে পারে। সুতরাং প্রকৃত কে সাধু বা অসাধু তা তোমরা কেমন করিয়া বিচার করিবে? তোমরা কেবল সাজেরই বিচার করিয়া থাক।

-ঠাকুর হরনাথ

হরনাথ স্মৃতি, নবম লহরী

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৪২

প্রভু তোমার নিকট হইতে লুকাইতে পারেন ; কিন্তু কাছেই থাকেন, পরিত্যাগ করেন না। তাঁহার পরিত্যক্ত জীব তখনই লুপ্ত হইয়া যায়।

-ঠাকুর হরনাথ

হরনাথ স্মৃতি, নবম লহরী

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৪৩

স্বামীর যে বেশ স্ত্রীর পক্ষে মনোরম, স্ত্রী স্বামীকে সেই বেশে সাজাইতে আনন্দ পায় এবং সেই বেশে সজ্জিত স্বামী-মূর্ত্তিই চিন্তা করে। তোমরাও জগৎস্বামীকে যাহার যে বেশ পছন্দ হয় সেই বেশে সাজাইয়া আনন্দ পাও। তাঁহাকে তোমরা যেরূপ সাজাইবে তিনিও সানন্দে সেইরূপ সাজিবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

হরনাথ স্মৃতি, নবম লহরী

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৪৪

“নাম করা, গুণ গাওয়া” ছাড়া আর কি আছে? ইহাই সকলের মূল, ইহা হইতে সবই হয়। ইহাতেই শিব মত্ত, ইহাতেই নারদ মুক্ত ও ইহার জোরেই শুকদেব শ্রেষ্ঠ। নাম হইতেই প্রেম, আর প্রেম হইতেই সেই প্রেমের ঠাকুর আমার রসময় রাসবিহারী। যেমন ধ্রুবকে আশ্রয় করিলেই সকল গ্রহ নক্ষত্রকে আশ্রয় করা হয়, যেমন বৃক্ষের মূলে জল দিলে, তাহার প্রত্যেক শাখা প্রশাখা, পত্র ও পুষ্পে জল দেওয়া হয়, তেমনি নাম আশ্রয় করিলেই সকল তপস্যা ও ঋদ্ধি সিদ্ধিকে ভজনা করা হয়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৭ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৪৫

নাম করিলেই সকল তপস্যার ফল আপনা আপনিই আসে; তাই নিবেদন "নাম করা, গুণ গাওয়া" ছাড়া আর কি কাজ আছে জানি না। অনেক তপস্যার ফলে নামে বিশ্বাস হয়। কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ অপেক্ষা গুরু-বস্তু ও মধুময়।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৭ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৪৬

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

কেবল এইটুকু শিখাইতেই ব্রজের নবীন নটবর, নিতাই গৌর হইয়া, দ্বারে দ্বারে কেঁদে বেড়াইয়াছেন। মহাশয় ! এ সম্বন্ধে বলিবার বা শুনিবার দরকার নাই - দেখিতে পাইবেন, সদানন্দে ভাসিবেন ও আনন্দে যা'কে তা'কে ভাসাইবেন।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৭ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৪৭

জন্ম মৃত্যু দুইটি একই জিনিষ, আমরা না জেনে কেবল মৃত্যুর আতঙ্কে দিনে সাতবার ক'রে ম'রে যাই—কিন্তু একটু ভেবে দেখলে, জন্মেও যেমন আনন্দ করা উচিত, মরণেও তাই করা উচিত। জন্ম মৃত্যু একই জিনিষ, কোন পার্থক্য নাই ; আমরা কেবলমাত্র সংস্কার দোষে ভয় পাই।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৭ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৪৮

সদা হরিপ্রেমে মত্ত থাক, হরিনামে রত থাক, পরোপকারে ব্রতী থাক, অবশ্যই কৃষ্ণ কৃপা করিবেন। কৃষ্ণ কিনিবার মূল্য একমাত্র লালসা, অন্য কোন ধন - রত্নের পরিবর্তে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। জপ বল, তপ বল, ব্রত, অধ্যয়ন প্রভৃতি কোন জিনিষেই তাহাকে বশ করা যায় না ; তাই বলি যেন অনুরাগ বজায় থাকে।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৮ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৪৯

কৃষ্ণের নিকট সকলেই সমান, জগৎকে আপনার ভাব ; জগৎ কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার নিজের, এই জন্য তার দ্রব্য অবশ্যই আমার প্রিয়। জগৎকে জগৎ বলিয়া ভালবাসিও না, জগৎ কৃষ্ণের বলিয়া ভালবাস, তাহা হইলে হিংসা, দ্বেষ, আসিবে না।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৮ম পত্র

www.kusumharanath.in

হরনাথ অমিয় বাণী

৫০

রাখালেরা গরুগুলি গোঠে পরস্পর আপনার গরু বলিয়া সম্বোধন করে, বলে - ভাই, আমার গরুটা ফিরিয়ে আন, আমার গরুটার অসুখ করেছে, আমার গরুর বাচ্ছা হয়েছে, কিন্তু ইহাতে তাহার কোন সুখ দুঃখ হয় না; কেননা সে মনে প্রাণে জানে গরুগুলি তা'র নয়, মুখে কেবল আপনার বলে মাত্র। সেই প্রকার যদি মনে-প্রাণে জানিতে পারা যায় যে, এ সমস্তই কৃষ্ণের তাহা হইলে কোন জিনিষেই আসক্তি হয় না, অথচ সকল জিনিষই আপনার বলিতে পারি; - ইহার নাম সন্ন্যাস, আত্মসংযম ইত্যাদি।

-ঠাকুর হরনাথ

শ্রী হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী; ১ম খন্ড; ৮ম পত্র

www.kusumharanath.in